DECLARATION

I, Moushumi Nath, bearing Registration Number Ph.D/ 1519/11 dated. 19/09/2011, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "Debesh Royer Nirbachito Upanyase Bikalpo O Pratispardhi Parisar Nirman : Ekti Notun Abhimukher Sandhan" is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other University/Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Date : 25.07.2014 Candidate

(Mousumi Nath)

মুখবন্ধ

সময় ও সমাজের পরিবর্তিত ধারায় বাংলা সাহিত্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রূপ লাভ করে চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য এই রূপ পরিবর্তনের তাগিদেই প্রয়োজনবোধ করল বিনির্মাণের। ইউরোপীয় ঢঙের আদলে গড়ে ওঠা উপন্যাসগুলো ক্রমে ক্রমে সেকেলে হয়ে উঠল এবং সত্তরের জনবিভাজনে সাহিত্যিকরা ক্রমেই খুঁজে পেলেন উপন্যাসের নতুন ধরন।

সমাজের বাস্তবতার খুঁটিনাটি সাহিত্যে উঠে আসার জন্য প্রয়োজন পড়ল বিনির্মাণের।প্রতিটি গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ চরিত্র বিশ্লেষণ, নানান ঘটনা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এক অভিনব রূপ লাভ করল। নিম্নবর্গীয় শ্রেণিরা সাহিত্যের কোনো কোণায় লুকিয়ে না থেকে মুখ্য প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রাপ্ত হল বিনির্মাণের মাধ্যমে। সেই বিনির্মাণের প্রক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের সাহিত্য বিশ্বের নিরিখে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে। এই প্রচেষ্টার সঞ্চালক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরী প্রতিমুহূর্তে পথ নির্দেশের ভূমিকা পালন করেছেন। মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রমা ভট্টাচার্য, বেলা দাস, বিশ্বতোষ চৌধুরী তথা সমস্ত অধ্যাপক- অধ্যাপিকাবৃন্দ তাঁদের সহজাত প্রাজ্ঞতায়, সর্বোপরি আছেন বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় তপোধীর ভট্টাচার্য। প্রত্যেকের কাছেই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আর যাঁদের স্বপ্ন আমাকে এতদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, তাঁরা হলেন আমার বাবা ও মা। গবেষণা শুরুর প্রাক্-পর্ব থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁদের সযত্ন তত্বাবধান

ও নিরন্তর উৎসাহ ব্যতীত এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। যদিও বাবার অকাল প্রয়াণ আমাকে স্তব্ধ করে দিলেও, তাঁর আশীর্বাদকে পাথেয় করেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এতটা পথ এগিয়ে আসা। আমি জানি, আমার এই আলোচনাকে আরও নিবিড় পাঠের দ্বারা সমৃদ্ধ করে নেওয়া যেত। অসম্পূর্ণতার এই খেদ রয়েই গেল। দেবেশ রায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণ করতে এই গবেষণা পত্র যদি কিছুটা হলেও সহায়ক হয়ে ওঠে, তবেই পরিশ্রমটুকু সার্থক হয়ে উঠবে।

২০১৪ ইং

মৌসুমী নাথ
গবেষক
বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর-১১

গবেষণা সন্দর্ভ

অধ্যায়সূচি

			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১
প্রথম অধ্যায়	—	বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ইউরোপীয় মডেলের আমদানি, বাংলা উপন্যাসে আমদানিকৃত আধুনিকতার উন্মেষ, বিকাশ ও বিদায় পর্ব -- একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৫-৩৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	—	উপনিবেশোত্তর চেতনা ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪০-৬৯
তৃতীয় অধ্যায়	—	দেবেশ রায়ের কথনবিশ্বের সাধারণ পরিচয় জ্ঞ ব্যক্তি ও সৃষ্টি	৭০-১২১
চতুর্থ অধ্যায়	—	দেবেশ রায়ের চারটি বৃত্তান্ত ধরনের উপন্যাসে অভিমুখের ভিন্নতা ও বিকল্প পরিসর নির্মাণ	১২২-১৯৩
পঞ্চম অধ্যায়	—	দেবেশ রায়ের চারটি প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণ	১৯৪-২৪৯
উপসংহার			২৫০-২৫৩
গ্রন্থপঞ্জি			২৫৪-২৬৪

ভূমিকা

সময়ের পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সাহিত্যের অন্তর্ভুবন। নকশাল আন্দোলনের ফলে সত্তর দশকে যে জল বিভাজন রেখা সৃষ্টি হয়, তার নিরিখে সমাজ ও জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল বিবর্তন ঘটে যায় চেতনার স্তরে স্তরে। বহুদিনের প্রান্তিকায়িত অনালোকিত ব্রাত্যজনেরা এতদিনের অমনোযোগের ধূলো ঝেড়ে জেগে ওঠে জীবনের প্রতি এক ভিন্ন অর্থ নিয়ে। সেই আলোকে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত শৃঙ্খলিত জীবনের বিপরীত শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জোরালো মানসিকতা। প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর স্থিতাবস্থার বিপরীতে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নতুন ভুবন গঠনের আকাঙ্খা। সমাজের মূল স্রোতের বিপরীতে প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গের মানুষের উত্থান। ঔ পনিবেশিক শাসন পরিকাঠামোর বিপরীত উপনিবেশোত্তর চেতনার জাগরণ।

ফলে প্রাতিষ্ঠানিক যে মূল ধারার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল জীবন, সমাজ, সাহিত্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গড়ে ওঠে এক ভিন্ন গতিধারা। যেখানে নতুনভাবে বিনির্মিত হয় সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য। দীর্ঘদিনের গতানুগতিক সাহিত্যের আদল পরিবর্তিত হয়ে একদিকে প্রবৃত্ত হয় জীবনের এক ভিন্ন তাৎপর্য অন্বেষণ অন্যদিকে, ফিরে যেতে প্রস্তুত শিকড়ের সন্ধানে। তাই সত্তর পরবর্তী সাহিত্যিকদের রচনায় বারবার দেখতে পাই প্রচলিত ফর্ম ভেঙে এক নতুন ভাব, নতুন ভাষা, নতুন পরিসর গড়ে তোলার প্রবণতা। নবারুণ ভট্টাচার্য, ভগীরথ মিশ্র, আফসার আহমদ, শাহজাদ ফিরদাউস, অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, কিন্নর রায়, দেবেশ রায় প্রমুখদের সাহিত্য ভুবনে এরই প্রতিধ্বনি।

নব্বই দশকের ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের উপন্যাসবিশ্বে এই বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের ধারা উত্তর আধুনিক সাহিত্যের এই নবনির্মায়মান গতিপথকে এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার বিপরীতে এক শক্তিশালী প্রতিস্পর্ধী পরিসরকে কীভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে— তাই আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়।

ইতিহাসের পাতায় যখনই আমরা চোখ রেখেছি তখনই চোখে ধরা দিয়েছে রত্ন খচিত কিছু আলোকজ্জ্বল ঘটনার পরিসর যা নির্মিত হয় মুষ্টিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর স্বার্থে, সেখানে নেই ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তির কথা। যাদেরকে নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত তারাই যদি ইতিহাসের পাতায় স্থান না পায় তবে এই ইতিহাসকে কী ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা যায়? তা নিয়ে সংশয় অবশ্যই থেকে যায়। ইতিহাসের পাতায় স্থান না পেয়ে, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সত্তার লড়াইয়ে আজ এই বঞ্চিতরা তাই বর্তমান সাহিত্যের পাতায় বার বার উঠে আসছে। ঔপনিবেশিক যুগে হারিয়ে যাওয়া অপর সত্তাকে বর্তমান সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আয়োজনকে আরও একটু দৃঢ় করার প্রচেষ্টাতেই *"দেবেশ রায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণঃ একটি নতুন অভিমুখের সন্ধান"*— বিষয়টিকে গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক বিদায়ের পরও ঔপনিবেশিক মায়াজাল যে কীভাবে ভারতবর্ষে থেকে যায় এবং নিম্নবর্গীয় অপর সত্তা যে কীভাবে আরও অবহেলিত হয়ে যায় তা জানতেই উঁকি দিলাম বাংলা সাহিত্যের এক সন্ধি পর্বে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় অবহেলিত হয়ে কীভাবে বঙ্গসাহিত্যের সন্ধিপর্বে অপর সত্তা উঠে আসল তা জানার তাগিদেই উক্ত বিষয়টিকে বেছে নেওয়া। উক্ত বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কর্ম করতে গিয়ে সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ইউরোপীয় মডেলের আমদানি, বাংলা উপন্যাসে আমদানিকৃত আধুনিকতার উন্মেষ, বিকাশ ও বিদায় পর্ব -- একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এই অধ্যায়ে উপন্যাসের সৃষ্টি পর্বের সম্ভাবনা সূত্র থেকে শুরু করে উপন্যাসের সৃষ্টি কালের রূপায়ন এবং পরবর্তী ধাপগুলোও আলোচনা করেছি।

বঙ্গসাহিত্য কীভাবে তার নিজস্বতা হারিয়ে ইউরোপীয় মডেলের আমদানিতে ফাঁপা জাক জমক পূর্ণ বেশ ধারণ করে এবং কীভাবে তার থেকে মুক্তি লাভ করে তাই এই অধ্যায়ের উপস্থাপনার মূখ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উপনিবেশোত্তর চেতনা ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এই অধ্যায়ে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ পর্বকে ধরে উপনিবেশোত্তর চেতনার উপর আলোকপাত করা হয়, যেখানে বিনির্মাণের ধারায় ধরা দেয় ঔপনিবেশিক চক্রান্তের মায়াজাল, অধ্যায়ের ক্রমঅগ্রসরমান গতিতে ভারতবর্ষে নিম্নবর্গীয়দের উপর হওয়া নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্যও উঠে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ- দেবেশ রায়ের কথন বিশ্বের সাধারণ পরিচয় ঃ ব্যক্তি ও সৃষ্টি। এই অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের কথনবিশ্বের নির্দিষ্ট কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসের সাধারণ পর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে সমাজের বিভিন্ন বাস্তব রূপ ধরা দেয়, যে রূপে জর্জরিত হয় অসংখ্য অসংখ্য অগণিত ব্যক্তি। তাদের আত্মকথন হারিয়ে যায় সমাজের বাহ্যিক আড়ম্বড়ে। ঔপন্যাসিক দেবেশ তাদেরকেই তুলে ধরলেন তাঁর কথনবিশ্বে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দেবেশ রায়ের চারটি বৃত্তান্ত ধরনের উপন্যাসে অভিমুখের ভিন্নতা ও বিকল্প পরিসর নির্মাণ। এই অধ্যায়ে দেবেশ রায়ের চারটি বৃত্তান্ত আলোচনা হয়েছে এবং সেই সূত্র ধরেই এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে সমাজের নিম্নবর্গীয়দের তীব্র প্রতিবাদ। তাছাড়া আত্মীয় বৃত্তান্তে সমাজের এক বিকল্প রূপ উঠে আসে। সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সুপ্ত শোষণগুলোকে যখন বৃত্তান্তকার নগ্নভাবে সাহিত্যে তুলে ধরেন তখন তাঁর সাহিত্যভুবনের বিশেষত্বও ধরা দেয়।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দেবেশ রায়ের চারটি প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণ। এই অধ্যায়ের চারটি প্রতিবেদনমূলক উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন সমাজের নগ্নতা উঠে আসে অন্যদিকে তেমনি ঔপন্যাসিকের দুঃসাহসিকতাও ধরা দেয়। প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণের অনন্যতা এই অধ্যায়ে যেন গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে নয়।

উক্ত অধ্যায়গুলোর মাধ্যমে গবেষণার বিষয়টিকে সন্দর্ভে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করেছি তথাপি মুক্ত পরিসরে ও চাপহীন আলোচনা করতে না পারার খেদ অবশ্যই থেকে যায়। ঔপন্যাসিকের বৃত্তান্ত ও প্রতিবেদন ছাড়া যে কাহিনিগুলো সন্দর্ভে উপস্থাপিত করতে পেরেছি সেগুলোর বিশেষত্ব তৃতীয় অধ্যায়ে অবশ্যই উঠে আসে। তবে যে গল্প কাহিনিগুলো আলোচনা করতে পারিনি তার কারণে কিন্তু তাদের গুরুত্বহীনতা নয় বরং বলতে হয় সময়ের অভাবে, সীমিত পরিসরে এবং স্ব-ত্রুটির কারণেই সে গল্প কাহিনিগুলো আলোচনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়। আমার এই গবেষণা সন্দর্ভ যদি সামান্যতমও সমাজের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরতে পারে এবং নিম্নবর্গীয়দের আত্মকথনকে প্রকাশ্যে আনতে সাহায্য করে তবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে হবে।